

9519 - আসমানী কতিবসমূহের প্রতি ঈমান আনার হাকিকত

প্রশ্ন

আসমানী কতিবসমূহের প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আসমানী কতিবসমূহের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে: এক,

সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, সবগুলো আসমানী কতিব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযলি হয়েছে। বাস্তবে আল্লাহ তাআলা এই বাণীসমূহ দিয়ে কথা বলছেন। এ বাণীসমূহের মধ্যে কোনটি ফরেশেতার মাধ্যম ছাড়া পরদার আড়াল থেকে সরাসরি আল্লাহর নকিট হতে শ্রবণীয়। এর মধ্যে কোনটি ফরেশেতার মাধ্যমে রাসূলের নকিট পৌঁছেছে। এর মধ্যে কোনটি আল্লাহ তাআলা তাঁর নজি হাতে লিপিবদ্ধ করেছেন। “আল্লাহ কোন মানুষের সাথে কথা বললে বলনে ওহীর মাধ্যমে অথবা পরদার আড়াল থেকে অথবা কোন দূত পাঠানোর মাধ্যমে; যে দূত আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি যা চান সে ওহী পৌঁছে দেন। নশ্চয় তিনি মহীয়ান, প্রজ্ঞাশালী।”[সূরা আশ্ শূরা, আয়াত: ৫১] আল্লাহ আরও বলেন: “আর আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরিকিথাবলছেন।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১৬৪] আল্লাহ তাআলা তওরাতের ব্যাপারে বলেন: “আর আমি তাঁর জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেকে বিষয়ের উপদেশে এবং প্রত্যেকে বিষয়ের বিস্তারতি ব্যাখ্যা।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ১৪৫]

দুই.

এ কতিবসমূহের মধ্যে আল্লাহ তাআলা যগেলের বিস্তারতি বিবরণ উল্লেখ করেছেন সগেলের প্রতি বিস্তারতিভাবে ঈমান আনা। এ ধরনের কতিবগুলো হচ্ছে- কুরআন, তওরাত, ইঞ্জিল, যাবুর, সহফায়ে ইব্রাহিম ও সহফায়ে মূসা। এ কতিবগুলোর কথা আল্লাহ তাআলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন।

আর আল্লাহ যে কতিবগুলোর কথা এজমালভাবে উল্লেখ করেছেন আমরা সে কতিবগুলোর প্রতি এজমালভাবে ঈমান আনব। ঠিকি যাইভাবে আল্লাহ আমাদেরকে ঈমান আনার নির্দেশে দিয়েছেন- “বলুন, আল্লাহ যে কতিব নাযলি করেছেন, আমি তাতে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

বিশ্বাস স্থাপন করছে।”[সূরা আশ্ শূরা, আয়াত: ১৫] তিনি.

এ কতিবসমূহে উল্লেখিত যে সংবাদগুলো সহিহ সনদে জানা গেছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা। যমেন- কুরআনরে সংবাদসমূহ। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কতিবসমূহের যে সংবাদগুলোতে পরবর্তন বা বিকৃতি ঘটেনি সে সংবাদসমূহের প্রতি ঈমান আনা।

চার.

এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনকে সকল কতিবের উপর ফয়সালাকারী ও সত্যায়নকারীরূপে প্রেরণ করছেন। “আর আমি তোমার প্রতি কতিব নাযিল করছি যথাযথভাবে, এর পূর্বে অবতীর্ণ কতিবের সত্যায়নকারী (মুসাদ্দকি) ও তদারককারীরূপে (মুহাইমনি)।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৪৮] তাফসিরিকারগণ বলেন, মুহাইমনি অর্থ হচ্ছে- কুরআনরে পূর্বে অবতীর্ণ কতিবের উপর ফয়সালাকারী, সাক্ষী ও সত্যায়নকারী। অর্থাৎ সে কতিবসমূহে যা কিছু সত্য কুরআন তার সত্যায়ন করবে এবং যা কিছুতে বিকৃতি, পরবর্তন ও পরিবর্তন ঘটছে সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং সে কতিবসমূহের বখানাবলীকে রহিত করবে; তথা পূর্ববর্তী বখানসমূহ উঠিয়ে দিবে অথবা নতুন বখানবিধান আরোপ করবে। অতএব, পূর্ববর্তী কতিবসমূহের অনুসরণকারী যদি হঠকারী না হয় তাহলে তাকে কুরআনরে কাছে নতি স্বীকার করতে হবে। “এসব ব্যক্তি আমি এ(কতিবের) পূর্বে যাদেরকে কতিব দিয়েছিলাম, তারা এ(কতিবের) প্রতি ঈমান রাখবে। এবং যখন তাদের নিকট এই কতিব তলিওয়াত করা হয় তখন তারা বলে, ‘আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি, নিশ্চয় এটা আমাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। নিশ্চয় আমরা এর পূর্বেও মুসলমি ছিলাম।’”[সূরা কাসাস, আয়াত: ৫২-৫৩]।

উম্মত মুহাম্মাদরি প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য হচ্ছে- প্রকাশ্যে ও গোপনে এই কুরআনরে অনুসরণ করা, কুরআনকে আঁকড়ে ধরা, কুরআনরে হুক আদায় করা। ঠিক যত্নে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন- “এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করছি, খুব মঙ্গলময়। অতএব, এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর-যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৫৫] কুরআন আঁকড়ে ধরা ও কুরআনরে হুক আদায় করার অর্থ হচ্ছে- কুরআন যা কিছুকে হালাল ঘোষণা করেছে সেগুলোকে হালাল হিসেবে গ্রহণ করা, কুরআনরে নির্দেশের প্রতি অনুগত হওয়া, ধমকরি বিষয়বলী হতে দূরে থাকা, দৃষ্টান্তসমূহ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা, কাহিনীসমূহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করা, মুহকাম আয়াতের জ্ঞান অর্জন করা, মুতাশাবহি আয়াতের প্রতি আত্মসমর্পণ করা, কুরআন নির্ধারণিত সীমারখোয় থমে যাওয়া, কুরআন রক্ষার্থে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, কুরআন মুখস্ত করা, তলিওয়াত করা, এর আয়াতাবলী নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করা, রাতদিন কুরআন দিয়ে নামায পড়া, কুরআনরে কল্যাণে কাজ করা, ইলমের ভিত্তিতে কুরআনরে দিকে দাওয়াত দোয়া। আসমানী কতিবের প্রতি ঈমানের মাধ্যমে বান্দা অনেকগুলো

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

উপকার লাভ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. বান্দার প্রতিআল্লাহ তাআলার অত্যধিক গুরুত্বের বিষয়টি অবহতি হওয়া। তাইতো তিনি প্রত্যকে কওমকে দকিনর্দিশেনা দেয়ার জন্য আলাদা আলাদা কতিব পাঠিয়েছেন। ২. শরিয়ত বা আইন আরোপের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার হকেমত সম্পর্ক জানা। তাইতো তিনি প্রত্যকে কওমের পরবিশেষ-পরিস্থিতির উপযোগী শরিয়ত (আইন) প্রদান করছেন। তিনি বলছেন: “আমি তোমাদের প্রত্যকেক একটা আইন ও পথ দিয়েছি।” [সূরা মায়দা, আয়াত: ৪৮] ৩. আল্লাহ তাআলার এই মহান নয়োমতের শুরুর আদায় করা। ৪. কুরআন তলোওয়াত, কুরআন গবষণা, কুরআনের অর্থ বুঝা ও সে অনুযায়ী আমল করার মাধ্যমে কুরআনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। আল্লাহই ভাল জানেন। দেখুন:

আলামুস সুন্নাহ আল-মানশুরা (৯০-৯৩) এবং শাইখ উছাইমীনরে উসুল ছালাছা এর ব্যাখ্যা (৯১, ৯২)।